দৈনিক বার্তা

৭/১১/২০০৩

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ১২ কলাম ... ৩ ...

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

কর্মচারীরা প্রশাসনিক ক্ষমতা এখনও হাতে নেয়নি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ক্ষমতা হাতে তুলে নেবার যে ঘোষণা তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা দিয়েছিল তা মঙ্গলবার বাস্তবায়ন করতে পারেনি। কর্মচারীরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল করলেও আউটডোরে চিকিৎসার্থে আসা রোগীদের টিকিট কাটার দায়িত্ব নিতে আসেনি। এদিকে উপাচার্য মঙ্গলবারও বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেননি। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও এর কর্ণধার তিন মন্ত্রী সঙ্কট নিরসনে নেননি কোন পদক্ষেপ। উচ্চতর মেডিক্যাল শিক্ষার বিভিন্ন কোর্সের ভর্তি ফরম বিক্রি

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

কর্মচারীরা প্রশাসনিক

(১২-এর পাতার পর)

আবারও স্থগিত করা হয়েছে।

জানা যায়, মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশৃঙ্খলাহীন এক ভয়ানক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সরকারের নীরব ভূমিকায় এই প্রতিষ্ঠানটির মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। সরকারী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়কে পুনরায় আইপিজিএমআর-এ রূপান্তর। সরকারের প্রশাসন ও বহিরাগত ডাক্তারদের সঙ্গে একজোট হয়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। সর্বশেষ সরকারী কর্মচারীরা আউটডোরে চিকিৎসার্থে আসা রোগীদের টিকিট কাটার দায়িত্ব বেআইনীভাবে হাতে নেবার ঘোষণা দেয় এবং পরবর্তীতে বিল আদায়সহ অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করার হুমকি দেয়। কিন্তু মঙ্গলবার তারা এ ধরনের কাজ করতে সাহস পায়নি।

এদিকে চিকিৎসক পরিষদ, ছাত্র পরিষদ ও শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রারের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তাঁরা খুলে ফেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড পুনরায় স্থাপনের দাবি জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন যে, কর্মচারীরা সাইনবোর্ড খোলার দায়দায়িত্ব স্বীকার করছে না। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কেবল একটি জিডি করলেও কোন মামলা করেননি। রেজিস্ট্রার এ ব্যাপারে উপাচার্যের সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন তিন সংগঠনের পক্ষে ডা. এম এ আজিজ, ডা. কামরুল হাসান খান, ডা. জাকারিয়া স্বপন, ডা. হারিছুল হক প্রমুখ।